Visit: sohagschool.com

১ম অধ্যায়

প্রশ্ন উত্তর

জান্নাত সম্পর্কিত

১। জান্নাত শব্দের শাব্দিক অর্থ কী?

উত্তর: জান্নাতের শাব্দিক অর্থ হলো বাগান, উদ্যান, নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

২। ইসলামি পরিভাষায় জান্নাত কী?

উত্তর: ইসলামি পরিভাষায়, জান্নাত হলো আখিরাতে ইমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চিরশান্তির আবাসস্থল তৈরি করা হয়েছে।

৩। আল-কুরআনে জান্নাত সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায়।

৪। জান্নাতের নামগুলো কী কী?

উত্তর: জান্নাতের নামসমূহ হলো জান্নাতুল ফিরদাউস, দারুল মাকাম, দারুল কারার, দারুস সালাম, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুন নাঈম, দারুল খুলদ, এবং জান্নাতু আদন।

৫। জান্নাতুল ফিরদাউসের বিশেষত্ব কী?

উত্তর: জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত।

৬। জান্নাতে বাসের সময় বান্দাদের কি অবস্থা থাকবে?

উত্তর: জান্নাতে তারা কোনো দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তির সম্মুখীন হবে না এবং সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

৭। জান্নাতে কি ধরনের পোশাক থাকবে?

উত্তর: তাদের পোশাক হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশমের।

৮। জান্নাতে পানির নহরগুলো কী কী?

উত্তর: জান্নাতে চার ধরনের পানির নহর রয়েছে—নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, পবিত্র পানীয়র নহর, এবং মধুর নহর।

৯। জান্নাতে কত ধরনের ঝরনা রয়েছে?

উত্তর: জান্নাতে তিন ধরনের ঝরনা রয়েছে—কাফুর, সালসাবিল, ও তাসনিম।

১০। মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতের দৃষ্টান্ত কী?

উত্তর: মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতের দৃষ্টান্ত হলো, সেখানে নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, এবং সুস্বাদু পানীয়র নহর রয়েছে।

১১। জান্নাতে বান্দাদের কিভাবে সেখানে প্রবেশ করবে?

উত্তর: তারা দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে।

১২। জান্নাতে বান্দাদের খাদ্য কী হবে?

উত্তর: তাদের সামনে চক্রাকারে সোনার থালা ও পান পাত্র থাকবে, এবং বিভিন্ন ফলমূল ও পাখির মাংস থাকবে।

১৩। জান্নাতে মিষ্টির পানীয় কীভাবে পরিবেশন হবে?

উত্তর: তাদের জন্য পানীয় পরিবেশন করা হবে, যার মিশ্রণ হবে কাফুর।

১৪। জান্নাতের অনুভূতি কেমন হবে?

উত্তর: তাদের চেহারায় প্রশান্তির উজ্জ্বলতা থাকবে এবং তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

১৫। আল্লাহর বান্দাদের জন্য জান্নাতে কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে?

উত্তর: জান্নাতে তাদের জন্য চোখ জুড়ানো নানা নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

জাহান্নাম সম্পর্কিত

১। জাহান্নাম শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: জাহান্নামের অর্থ হচ্ছে শাস্তির স্থান, দুঃখময় স্থান, নিকৃষ্টতম স্থান।

২। জাহান্নামের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: জাহান্নাম গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সব সময় এতে আগুন প্রজ্বলিত থাকে।

৩। জাহান্নামের মোট কতটি স্তর রয়েছে?

উত্তর: জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে।

৪। জাহান্নামের স্তরের নাম কী কী?

উত্তর: ১. হাবিয়া, ২. জাহিম, ৩. সাকার, ৪. লাযা, ৫. সাঈর, ৬. হুতামাহ, ৭. জাহান্নাম।

৫। পাপীরা কিভাবে শাস্তি ভোগ করবে?

উত্তর: পাপের ধরন অনুযায়ী পাপীরা বিভিন্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে।

৬। জাহান্নামের রক্ষীরা কেমন হবে?

উত্তর: তাদের পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ও ভয়ংকর চেহারা থাকবে।

৭। জাহান্নামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তর কোনটি?

উত্তর: সর্বনিকৃষ্ট জাহান্নাম হাবিয়া।

৮। জাহান্নামে পাপীদের জন্য কি ধরনের শাস্তি অপেক্ষা করছে?

উত্তর: সেখানে বিষধর সাপের দংশন এবং জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি থাকবে।

৯। জাহান্নামিদের পোশাক কেমন হবে?

উত্তর: তাদের পোশাক হবে আগুনের।

১০। জাহান্নামে কি খাবার প্রদান করা হবে?

উত্তর: তাদের খাবার হবে যাক্কুম নামক কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ।

১১। জাহান্নামে পান করার জন্য কি রয়েছে?

উত্তর: টগবগে ফুটন্ত পানি ও গলিত পুঁজ থাকবে।

১২। জাহান্নামের আবাসীরা কিভাবে মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ করবে?

উত্তর: তারা মৃত্যুকে আহ্বান করবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে না।

১৩। জাহান্নামিদের কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে?

উত্তর: তাদের শরীর পুড়ে গেলে নতুন চামড়া দিয়ে তা পাল্টে দেওয়া হবে।

১৪। মৃত্যুকে কিভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে হাজির করা হবে?

উত্তর: কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে কালো মেষ আকৃতিতে হাজির করা হবে।

১৫। পুলসিরাত সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

উত্তর: প্রত্যেককেই জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাত দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হবে।

ইমান, কুফর ও নিফাক সম্পর্কিত

১। ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় কী?

উত্তর: তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস।

২। কুফরের অর্থ কী?

উত্তর: কুফরের আভিধানিক অর্থ হলো গোপন করা, আচ্ছাদন করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা।

৩। কুফর কীভাবে প্রকাশ পায়?

উত্তর: আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলামি বিধান বা কুরআন ও হাদিসের কোন একটিকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করলে কুফর ঘটে।

৪। কাফিরের কি বিশেষণ?

উত্তর: কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে 'কাফির' বলা হয়।

৫। কুফরের কুফল কী?

উত্তর: কাফির ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং এর শাস্তি পরকালে কঠোর হবে।

৬। কুফর কেন নৈতিকভাবে ঘৃণিত?

উত্তর: কারণ এটি আল্লাহর রাজত্বে বসবাস করে আল্লাহকেই অস্বীকার করার মাধ্যমে বিদ্রোহ প্রকাশ করে।

৭। কুফরের শাস্তির জন্য কুরআনে কি বলা হয়েছে?

উত্তর: কুফরি করার জন্য আগুনের শাস্তি এবং কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হবে।

৮। আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করলে কি হয়?

উত্তর: তারা জাহান্নামি হবে এবং সেখানে স্থায়ী হবে।

৯। কুফর থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী?

উত্তর: আমাদের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

১০। নিফাকের অর্থ কী?

উত্তর: নিফাক মানে কপটতা, ভণ্ডামি, ধোঁকাবাজি ও দ্বিমুখীভাব পোষণ করা।

১১। ইসলামী পরিভাষায় নিফাক কী বোঝায়?

উত্তর: নিফাক হলো অন্তরে কুফর গোপন রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধার জন্য মুখে ইমানদারসুলভ কথা বলা।

১২। মুনাফিক বলতে কাকে বোঝানো হয়?

উত্তর: নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তিকে 'মুনাফিক' বলা হয়।

১৩। নিফাকের দুটি প্রকার কী?

উত্তর: ১. বিশ্বাসের নিফাক ২. কর্মের নিফাক।

১৪। বিশ্বাসের নিফাক কী?

উত্তর: অন্তরে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশ করা।

১৫। কর্মের নিফাক কী?

উত্তর: বাহ্যিক কাজের মাধ্যমে নিফাকের প্রকাশ।

১৬। মুনাফিকদের চারটি চিহ্ন কী?

উত্তর: ১. মিথ্যা বলা ২. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা ৩. আমানত খিয়ানত করা ৪. অশ্লীল ভাষায় কথা বলা।

১৭। মুনাফিকদের অন্তরে কী রয়েছে?

উত্তর: তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে।

১৮। আল্লাহ মুনাফিকদের জন্য কি শাস্তির কথা বলেছেন?

উত্তর: মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে।

১৯। মুনাফিকরা প্রকাশ্যে কি দাবি করে?

উত্তর: তারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে।

২০। মুনাফিকরা কি কাজে লিপ্ত হয়?

উত্তর: তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করে।

২১। নিফাকের কুফল কী?

উত্তর: নিফাক মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে, মিথ্যাচারে অভ্যস্ত করে এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে।

২২। মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেছেন?

উত্তর: তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে।

২৩। ইসলামের দৃষ্টিতে নিফাকের স্থান কী?

উত্তর: নিফাক ইসলামি দৃষ্টিতে জঘন্যতম পাপ।

২৪। নিফাক থেকে বাঁচার উপায় কী?

উত্তর: সত্য কথা বলা, মিথ্যা পরিহার করা, ওয়াদা পালন করা, আমানত রক্ষা করা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

জান্নাত সম্পর্কে

১। জান্নাতের শাব্দিক অর্থ কী?

ক) আগুন

খ) বাগান

গ) নদী

ঘ) পাহাড়

উত্তর: খ) বাগান

২। ইসলামি পরিভাষায় জান্নাত কাকে বলা হয়?

ক) পৃথিবীর স্থান

খ) আখিরাতে সৎকর্মশীলদের আবাসস্থল

গ) একটি শহর

ঘ) গৃহ

উত্তর: খ) আখিরাতে সৎকর্মশীলদের আবাসস্থল

৩। আল-কুরআনে জান্নাতের জন্য কতটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

ক) ছয়

খ) আট

গ) দশ

ঘ) বারো

উত্তর: খ) আট

৪। জান্নাতুল ফিরদাউস কিসের জন্য পরিচিত?

ক) সর্বনিম্ন জান্নাত

খ) সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত

গ) অশান্তির স্থান

ঘ) জলাশয়

উত্তর: খ) সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত

৫। জান্নাতিরা কখনো কী অনুভব করবে না?

ক) সুখ

খ) দুঃখ-কষ্ট

গ) আনন্দ

ঘ) শান্তি

উত্তর: খ) দুঃখ-কষ্ট

৬। জান্নাতে চার ধরনের নদী কী কী?

ক) জল, দুধ, মদ, মধু

খ) নির্মল পানি, দুধ, পবিত্র পানীয়, মধু

গ) নদী, সাগর, ঝর্ণা, বৃষ্টি

ঘ) সবুজ পানি, সাদা পানি, রক্ত, মধু

উত্তর: খ) নির্মল পানি, দুধ, পবিত্র পানীয়, মধু

৭। কাফুর নামক ঝরনার পানি কেমন?

ক) উত্তপ্ত ও তিক্ত

খ) সুগন্ধময় ও সুশীতল

গ) ঠাণ্ডা ও স্বাদহীন

ঘ) গরম ও তিক্ত

উত্তর: খ) সুগন্ধময় ও সুশীতল

৮। মহান আল্লাহ জান্নাতের প্রতিশ্রুতির দৃষ্টান্ত হিসেবে কী উল্লেখ করেছেন?

ক) নদী, ফল, শান্তি

খ) শীত, গরম, আগুন

গ) বৃষ্টি, ঝড়, তুষার

ঘ) পাহাড়, মরুভূমি, সমুদ্র

উত্তর: ক) নদী, ফল, শান্তি

৯। জান্নাতিরা কিভাবে বসবাস করবে?

ক) অস্থায়ীভাবে

খ) চিরস্থায়ীভাবে

গ) মাঝে মাঝে

ঘ) ভ্রমণ করে

উত্তর: খ) চিরস্থায়ীভাবে

১০। জান্নাতে কোন ধরনের পোশাক পরিধান করবে?

ক) কাঁচা পোশাক

খ) পুরনো পোশাক

গ) চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম

ঘ) সাধারণ কাপড়

উত্তর: গ) চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম

১১। জান্নাতে নেক বান্দাদের জন্য কী তৈরি করা হয়েছে?

ক) ভোগবিলাস

খ) অফুরন্ত নিয়ামত

গ) অসন্তোষ

ঘ) দুঃখ

উত্তর: খ) অফুরন্ত নিয়ামত

১২। জান্নাতে ফলমূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা কখনো কী হবে না?

ক) শেষ হবে

খ) নিষিদ্ধ হবে

গ) মিষ্টি হবে

ঘ) টক হবে

উত্তর: ক) শেষ হবে

১৩। আখিরাতে জান্নাতের দিকে কতভাবে লোকদের নিয়ে যাওয়া হবে?

ক) একভাবে

খ) দুইভাবে

গ) তিনভাবে

ঘ) দলে দলে

উত্তর: ঘ) দলে দলে

১৪। জান্নাতে পানীয় হিসেবে কিসের মিশ্রণ হবে?

ক) জল

খ) মধু

গ) কাফুর

ঘ) দুধ

উত্তর: গ) কাফুর

জাহান্নাম সম্পর্কিত প্রশ্ন:

১। জাহান্নামের শাব্দিক অর্থ কী?

ক) জান্নাত

খ) শাস্তির স্থান

গ) শান্তির স্থান

ঘ) আনন্দের স্থান

উত্তর: খ) শাস্তির স্থান

২। জাহান্নামে মোট কতটি স্তর রয়েছে?

ক) পাঁচ

খ) সাত

গ) দশ

ঘ) বারো

উত্তর: খ) সাত

৩। জাহান্নামের প্রথম স্তরের নাম কী?

ক) হাবিয়া

খ) সাকার

গ) লাযা

ঘ) সাঈর

উত্তর: ক) হাবিয়া

৪। জাহান্নামের রক্ষীদের কী বিশেষণ দেয়া হয়েছে?

ক) দয়ালু

খ) চঞ্চল

গ) পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাব

ঘ) সৌম্য

উত্তর: গ) পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাব

৫। জাহান্নামে পাপীদের শাস্তির জন্য তাদের কোন দীর্ঘ শিকল দিয়ে বাঁধা হবে?

ক) ৫০ হাত

খ) ৭০ হাত

গ) ১০০ হাত

ঘ) ২০ হাত

উত্তর: খ) ৭০ হাত

৬। জাহান্নামে পাপীদের খাবার কী হবে?

ক) ফলমূল

খ) যাক্কুম

গ) ভাত

ঘ) রুটি

উত্তর: খ) যাক্কুম

৭। জাহান্নামে পান করার জন্য কী প্রদান করা হবে?

ক) ঠাণ্ডা পানি

খ) ফুটন্ত পানি ও গলিত পুঁজ

গ) দুধ

ঘ) মধু

উত্তর: খ) ফুটন্ত পানি ও গলিত পুঁজ

৮। জাহান্নামে পাপীরা কীভাবে মৃত্যুর কামনা করবে?

ক) আনন্দে

খ) আশায়

গ) হতাশ হয়ে

ঘ) চিন্তায়

উত্তর: গ) হতাশ হয়ে

৯। মহান আল্লাহ জাহান্নামের জন্য কী বলেছেন?

ক) এটি শান্তির স্থান

খ) এটি আনন্দের স্থান

গ) এটি মানুষের জন্য প্রস্তুত

ঘ) এটি শাস্তির স্থান

উত্তর: গ) এটি মানুষের জন্য প্রস্তুত

১০। জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে পাপীরা কী বলবে?

ক) আমরা এশা খারাপ

খ) আমাদের সাহায্য করুন

গ) হায় আফসোস!

ঘ) আমাদের মুক্তি দিন!

উত্তর: গ) হায় আফসোস!

১১। জাহান্নামে যারা প্রবেশ করবে তারা কী বলবে?

ক) আমরা জান্নাত চাই

খ) আমাদের সাহায্য করো

গ) আমরা সালাত আদায় করি না

ঘ) আমাদের খাবার দাও

উত্তর: গ) আমরা সালাত আদায় করি না

১২। জাহান্নামে মৃত্যুর পরে পাপীদের কি হবে?

ক) তারা চিরকাল থাকবে

খ) তারা মুক্তি পাবে

গ) তারা স্বর্গে যাবে

ঘ) তারা আর ফিরে আসবে না

উত্তর: ক) তারা চিরকাল থাকবে

১৩। রাসুলুল্লাহ (সা.) কিয়ামতের দিন কী দেখানোর কথা বলেছেন?

ক) জান্নাতের দৃশ্য

খ) জাহান্নামের দৃশ্য

গ) মৃত্যু

ঘ) ফেরেশতাদের

উত্তর: গ) মৃত্যু

১৪। জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি কী কী হবে?

ক) মানুষ, ও পাথর

খ) জল ও মাটি

গ) আগুন ও ধোঁয়া

ঘ) কেবল মানুষ

উত্তর: ক) মানুষ ও পাথর

১৫। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, “এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটি কী?”

ক) দুনিয়া

খ) জান্নাত

গ) পুলসিরাত

ঘ) জাহান্নাম

উত্তর: গ) পুলসিরাত

কুফর সম্পর্কিত প্রশ্ন:

১। ইমানের প্রথম বিষয় কী?

ক) সালাত

খ) তাওহিদ

গ) হজ

ঘ) যাকাত

উত্তর: খ) তাওহিদ

২। কুফরের অর্থ কী?

ক) বিশ্বাস করা

খ) গোপন করা

গ) আল্লাহকে ডাকা

ঘ) নামাজ পড়া

উত্তর: খ) গোপন করা

৩। কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে কী বলা হয়?

ক) মুসলিম

খ) কাফির

গ) মোনাফিক

ঘ) মোমিন

উত্তর: খ) কাফির

৪। নিম্নলিখিত কোনটি কুফরের উদাহরণ নয়?

ক) আল্লাহর একত্ববাদের অস্বীকৃতি

খ) নামাজ পড়া

গ) কুরআনের অস্বীকৃতি

ঘ) নবি-রাসুলের অস্বীকৃতি

উত্তর: খ) নামাজ পড়া

৫। কুফরের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে?

ক) কোনো শাস্তি নেই

খ) স্বর্গে যাওয়া

গ) কঠোর শাস্তি

ঘ) নাজাত পাওয়া

উত্তর: গ) কঠোর শাস্তি

৬। কুফরের প্রভাব কী?

ক) ভালো কাজ

খ) নেক আমল

গ) মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা

ঘ) আল্লাহর রহমত

উত্তর: গ) মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা

৭। কুফরের কারণে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি কীভাবে চলে যায়?

ক) বিশ্বাসে

খ) অকৃতজ্ঞ

গ) স্বার্থপর

ঘ) নির্লিপ্ত

উত্তর: খ) অকৃতজ্ঞ

৮। কুফরের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোর অস্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত?

ক) আল্লাহ

খ) রাসুল

গ) কুরআন

ঘ) সব উল্লিখিত

উত্তর: ঘ) সব উল্লিখিত

৯। মহান আল্লাহ কুফরের শাস্তি সম্পর্কে কোন সূরায় কথা বলেছেন?

ক) সূরা আল-বাকারাহ

খ) সূরা আল-হাজ

গ) সূরা আল-মায়িদাহ

ঘ) সূরা আল-ইমরান

উত্তর: খ) সূরা আল-হাজ

১০। কুফর থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কী করতে হবে?

ক) গুনাহ করা

খ) সদা সতর্ক থাকা

গ) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারানো

ঘ) অশ্রদ্ধা করা

উত্তর: খ) সদা সতর্ক থাকা

নিফাক সম্পর্কিত প্রশ্ন:

১। নিফাক শব্দের অর্থ কী?

ক) আন্তরিকতা

খ) কপটতা

গ) সত্যবাদিতা

ঘ) বিশ্বাস

উত্তর: খ) কপটতা

২। নিফাকের মূল অর্থ কী?

ক) প্রকাশ

খ) গোপন রাখা

গ) সুস্পষ্ট

ঘ) অস্পষ্ট

উত্তর: গ) গোপন রাখা

৩। নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তিকে কী বলা হয়?

ক) মোমিন

খ) কাফির

গ) মুনাফিক

ঘ) নফস

উত্তর: গ) মুনাফিক

৪। নিফাকের দুই ধরনের নাম কী কী?

ক) সত্য ও মিথ্যা

খ) বিশ্বাস ও কর্ম

গ) পরমার্থ ও অধর্ম

ঘ) ঈমান ও কুফর

উত্তর: খ) বিশ্বাস ও কর্ম

৫। কর্মের নিফাকের উদাহরণ কি?

ক) সৎকর্ম

খ) মিথ্যা বলা

গ) সত্য বলা

ঘ) আল্লাহর ডাকা

উত্তর: খ) মিথ্যা বলা

৬। আল্লাহর কাছে মুনাফিকদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক) তারা সত্যবাদী

খ) তারা মিথ্যাবাদী

গ) তারা ঈমানদার

ঘ) তারা অজ্ঞ

উত্তর: খ) তারা মিথ্যাবাদী

৭। মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী?

ক) সত্য বলা

খ) দয়ালু হওয়া

গ) মিথ্যা বলা

ঘ) নেক আমল

উত্তর: গ) মিথ্যা বলা

৮। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুনাফিকদের আচরণ কেমন ছিল?

ক) গোপন ষড়যন্ত্র

খ) প্রকাশ্যে

গ) সাহায্যকারী

ঘ) নিরপেক্ষ

উত্তর: খ) গোপন ষড়যন্ত্র

৯। মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন?

ক) তারা জান্নাতে যাবে

খ) তারা জাহান্নামে নিম্নতম স্তরে থাকবে

গ) তারা মুক্তি পাবে

ঘ) তারা অনুগ্রহ পাবে

উত্তর: খ) তারা জাহান্নামে নিম্নতম স্তরে থাকবে

১০। মুনাফিকদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) কী বলেছেন?

ক) তাদের স্বভাব সুন্দর

খ) তাদের চিহ্ন তিনটি

গ) তারা সৎ

ঘ) তারা আল্লাহর পথ

উত্তর: খ) তাদের চিহ্ন তিনটি

১১। কর্মের নিফাকের মধ্যে কোনটি অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক) মিথ্যা বলা

খ) সত্য বলা

গ) পরিত্যাগ করা

ঘ) ধোঁকা দেয়া

উত্তর: গ) সত্য বলা

১২। মুনাফিকরা কিভাবে মুসলমানদের প্রতারণা করে?

ক) সৎভাবে

খ) গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে

গ) বন্ধু হয়ে

ঘ) সৎ কাজে

উত্তর: খ) গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে

১৩। নিফাকের শাস্তি কী?

ক) মুক্তি

খ) আল্লাহর অভিশাপ

গ) দয়া

ঘ) সুখ

উত্তর: খ) আল্লাহর অভিশাপ

১৪। কুরআনে মুনাফিকদের কোন সূরাটি তাদের সম্পর্কে কথা বলেছে?

ক) সূরা আল-বাকারাহ

খ) সূরা আল-মুনাফিকুন

গ) সূরা আল-ইমরান

ঘ) সূরা আল-হাজ

উত্তর: খ) সূরা আল-মুনাফিকুন

১৫। নিফাক থেকে বাঁচার উপায় কী?

ক) গোপনীয়তা

খ) আল্লাহর সেবা

গ) সত্য কথা বলা

ঘ) মিথ্যা বলা

উত্তর: গ) সত্য কথা বলা

Visit: sohagschool.com